আকিদা সিরিজ

১ম খণ্ড

ইমানের পরিচয় ও রুকন

শাইখ তামিম আল-আদনানী হাফি.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

আরবি (العقيدة) শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। আর আকিদা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন কিছু বিষয়কে যেগুলোর ওপর সংশয়হীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলিমদের জন্য অতীব জরুরি। ইসলামি আকিদাকে আমরা ইমানও বলে থাকি। আজকের মজলিসে আমরা আলোচনা করব, ইমানের পরিচয় ও তার রুকনসমূহ নিয়ে।

ইমানের পরিচয়

প্রথমে আমাদের জানতে হবে ইমান কী? সহিহ মুসলিমে এসেছে, একবার হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন: (أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ) ইমান কী? রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

‘তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান আনবে এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ।’ (সহিহু মুসলিম: ৮)

এই হাদিসে আমরা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে ইমানের পরিচয় জানলাম। এবার আমরা জানব ইমানের রুকন সম্পর্কে।

আরকানুল ইমান

রুকন আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো মূল অংশ বা উপাদান। রুকন শব্দের বহুবচন হলো আরকান। যেসব মূল উপাদান দিয়ে ইমান গঠিত হয় সেগুলোকে আরবিতে **আরকানুল ইমান** বলা হয়। হাদিসে বর্ণিত এই সংজ্ঞা থেকে আমাদের সামনে ইমানের রুকনসমূহও স্পষ্ট হয়ে গেল। এখানে আমরা মোট ছয়টি রুকন পেলাম।

১. (الإيمان بالله) আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা।

২. (الإيمان بالملائكة) ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনা।

৩. (الإيمان بالكتب) কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা।

৪. (الإيمان بِالرُّسُلِ) রাসুলগণের প্রতি ইমান আনা।

৫. (الإيمان باليوم الآخرة) কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান আনা।

৬. (الإيمان بالقدر) তাকদিরের প্রতি ইমান আনা।

প্রতিটি রুকন নিয়ে আমরা আলাদা মজলিসে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এই মজলিসে আমরা এই ছয়টি রুকনের কেবল সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরব।

(الإيمان بالله) আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনয়ন:

প্রথমে কথা বলব, (الإيمان بالله) বা **'আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা'** নিয়ে। (الإيمان بالله) এর অপর নাম হলো **তাওহিদ**। এই রুকনটি আসলে তাওহিদ নামেই আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ। তাওহিদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা, যেমনটি সুরা ইখলাস থেকে আমরা জানতে পারি।

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤

"বলুন, 'তিনিই আল্লাহ, এক—অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাওকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' (সুরা ইখলাস, ১১২: ১-৪)

তাওহিদের পরিচয় দিতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বলেন:

إِفْرَادُ اللهِ - سُبْحَانَهُ - بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالْأُلُوْهِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

'রব হওয়ার ক্ষেত্রে, উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে এবং নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করাকে তাওহিদ বলে।'

সহজ ভাষায় বললে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকেই একমাত্র রব ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা, কেবল তাঁকেই ইবাদতের মালিক মনে করা এবং নাম ও গুণাবলির বিচারে তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করাকেই তাওহিদ বলে।

তাওহিদের প্রকার নিয়ে আগামী মজলিসে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

(الإيمان بالملائكة) ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনয়ন:

ইমানের দ্বিতীয় রুকন হলো ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনা। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নুর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাঁরা সব সময় আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যে অবহেলা করেন না। তাঁরা সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকেন। মানুষের মতো তাদের ইচ্ছাশক্তি নেই। আল্লাহর আদেশের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা তাদের দেয়া হয়নি। আমরা তাদের সম্মান করি, ভালোবাসি।

(الإيمان بالكتب) কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনয়ন:

ইমানের তৃতীয় রুকন হলো, কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা। এই রুকনের মূল কথা হলো, আমরা আল্লাহর নাজিলকৃত সকল কিতাবের প্রতি ইমান আনি, যেগুলো হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন নবি-রাসুলের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁর মধ্যে রয়েছে বড় বড় চারটি কিতাব—তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও কুরআন মাজিদ। এছাড়াও রয়েছে অনেক সহিফা। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআনুল কারিম আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মানসুখ ও রহিত করা হয়েছে।

(الإيمان بِالرُّسُلِ) রাসুলগণের প্রতি ইমান আনয়ন:

ইমানের চতুর্থ রুকন হলো, রাসুলগণের প্রতি ইমান আনা। এই রুকনের সারমর্ম হলে, মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে যত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন আমরা তাদের সকলের প্রতি ইমান আনি। তাদের অল্প কয়েকজনের নাম কুরআন-সুন্নাহয় এসেছে। সকল নবি-রাসুল নিষ্পাপ। তাঁরা উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। আমরা তাদের সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। তাঁরা সবাই আপন আপন উম্মতকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব মুজিযা দেখিয়েছেন সবগুলো হক। আর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবি হলেন বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর শরিয়তই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(الإيمان باليوم الآخرة) কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান আনয়ন:

ইমানের পঞ্চম রুকন হলো, কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান আনা। কুরআন-সুন্নাহয় কবর, কিয়ামত, হাশর, মিজান, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আমরা তার প্রতি ইমান আনি। আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পর কবরে সুওয়াল-জওয়াব হবে; নেককাররা কবরে নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে আর বদকাররা শাস্তি পাবে। একদিন পুরো বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল মানুষ কবর থেকে পুনরায় উত্থিত হবে। সবাই আপন আমলের হিসাব দেয়ার জন্য হাশরের ময়দানে জড়ো হবে। পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে মুমিনরা চির সুখময় জান্নাতের অধিবাসী হবে আর কাফেররা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে চলে যাবে।

(الإيمان بالقدر) তাকদিরের প্রতি ইমান আনয়ন:

ইমানের ষষ্ঠ রুকন হলো, তাকদিরের প্রতি ইমান আনা। এই রুকনের সারমর্ম হলো, আমরা তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টির বহু পূর্বেই আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন। আমাদের জন্ম কবে হবে, মৃত্যু কোথায় হবে, আমরা কী করব, কী খাব, কোথায় যাব, পৃথিবীতে কখন কোথায় কী ঘটবে সব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন। তাকদিরের বাইরে পৃথিবীতে কিছুই হয় না।

প্রিয় ভাইয়েরা!

আমরা আজ সংক্ষেপে ইমানের পরিচয় তুলে ধরলাম। আরকানুল ইমান নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা হলো। ইমানের ছয়টি রুকন নিয়ে আমরা সামনের মজলিসগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এই আকিদা সিরিজ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।